Peace

রামাদানুল কারীম

পবিত্র রমজান

গুনাহ মাফের মাস

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

রমযানের ফযীলত

গুনাহ্ মাফের মাস

প্রকাশক

মো : রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭; ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : জুলাই, ২০১৩ ইং

কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

মূল্য : ১২০.০০ টাকা।

www.peacepublication.com

peacerafiq56@yahoo.com

ISBN: 978-984-8885-34-5

সম্পাদকীয়

প্রশংসা জ্ঞাপন করছি মহান করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে, যার একান্ত মেহেরবানীতে **কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে রমযানের ফযীলত-গুনাহ্ মাফের মাস** নামক গ্রন্থটি সংকলন ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

মাহে রমযান আরবী বারটি মাসের মধ্যে নবম ও অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস। আল্লাহ তায়ালা এ মাসকে মানবজাতির গুনাহ মাফের মাস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই নিরিখে আমরা মাহে রমযান উপলক্ষে কিং ফয়সাল ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য প্রফেসর মুহাম্মদ ইকবাল কীলানীর রোযার মাসায়েল নামক বিখ্যাত এই গ্রন্থটিকে নিজেদের মতো সাজিয়ে, গুছিয়ে ও সম্পদনা করে আমাদের সাধারণ পাঠকের জন্য উপযোগী করে প্রকাশ করেছি। বইটিতে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত মাহে রমযানের উপরে অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত ও হাদীসের সূত্রের আলোকে মনোমুগ্ধকর আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। মাহে রমযানের শেষ দিকের লায়লাতুল ক্বদর, এ'তেকাফ, সদকাতুল ফিতর ঈদের নামায এবং সর্বশেষ রোযার ব্যাপারে কিছু সংখ্যক দুর্বল ও জাল হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

আশা করি, আমাদের পাঠকেরা এই বইটি থেকে তাদের চাহিদা অনুসারে জ্ঞানের খোরাক পাবেন। বইটি প্রকাশ, মুদ্রণ, সংকলন ও সম্পাদনার কাজে যারা সময় ও শ্রম উৎসর্গ করেছেন তাদের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম বিনিময় কামনা করি। আমীন॥

সূচীপত্র

فَرْضِيَّةُ الصِّيَامِ

রোযা ফরজ হওয়ার বর্ণনা

فَضْلُ الصَّوْمِ

রোযার ফজিলত

اَهَمِّيَّةُ الصَّوْمِ

রোযার গুরুত্ব

اَلصِّيَامُ فِىْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে রোযা

رُؤْيَةُ الْهِلَالِ

চাঁদ দেখার মাসায়েল

اَلنِّيَّةُ

নিয়তের মাসায়েল

اَلسُّحُوْرُ وَالْاِفْطَارُ

সাহরী ও ইফতারের মাসায়েল

صَلاَةُ التَّرَاوِيْحِ

তারাবীর নামাজের মাসায়েল

رُخْصَةُ الصَّوْمِ

রোযা না রাখার অনুমতির মাসায়েল

صِيَامُ الْقَضَاءِ

কাজা রোযার মাসায়েল

اَلْحَالاَتُ الَّتِيْ لاَ يُكْرَهُ فِيْهَا الصَّوْمُ

যে সকল কারণে রোযা মাকরূহ হয় না

اَلْاَشْيَاءُ الَّتِىْ لَا يَجُوْزُ فِعْلُهَا فِى الصَّوْمِ

রোযাবস্থায় জায়েয নয় এমন কার্যসমূহ

اَلْاَشْيَاءُ الَّتِىْ تُفْسِدُ الصَّوْمَ

রোযা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

صِيَامُ التَّطَوُّعِ

নফল রোযাসমূহ

اَلصِّيَامُ الْمَمْنُوْعُ وَالْمَكْرُوْهُ

নিষিদ্ধ এবং মাকরূহ রোযাসমূহ

اَلْاِعْتِكَافُ

এতেকাফের মাসায়েল

فَضْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

লাইলাতুল কদরের ফজীলত ও মাসায়েল

صَدَقَةُ الْفِطْرِ

ছদকায়ে ফিতরের মাসায়েল

صَلاَةُ الْعِيْدِ

ঈদের নামাজের মাসায়েল

فَرْضِيَّةُ الصِّيَامِ

রোযা ফরজ হওয়ার বর্ণনা

মাসআলা-১ : রোযা ইসলামের মৌলিক ফরজগুলোর একটি ।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُنِيَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ : شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত । ১. এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, ২. নামাজ ক্বায়েম করা, ৩. যাকাত দেয়া, ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমযানের রোযা রাখা । (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ : تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, একদা এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, “আমাকে এমন একটি কাজের কথার বলে দিন যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি ।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : “আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করোও না, ফরজ নামাজ কায়েম কর, ফরজ যাকাত আদায় কর এবং রমযান মাসের রোযা রাখ । লোকটি বলল : “আল্লাহর শপথ! আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করব না ।” যখন লোকটি ফিরে গেল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “বেহেশতী লোক দেখা যার ইচ্ছা সে যেন এব্যক্তিকে দেখে ।” (সহীহ আল বুখারী)

فَضْلُ الصَّوْمِ
রোযার ফযীলত

মাসআলা-২ : রমযানুল মোবারক শুরু হওয়ার সাথে সাথে বেহেশতের দ্বার খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যখন রমযান মাস আসে বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়, আর শয়তানকে শিকলে বন্দী করা হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-৩ : রমযান মাসে ওমরা করার সাওয়াব হজ্জের সমান।

عَنْ عَطَاءٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُنَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاِمْرَاَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَنَسِيْتُ اِسْمَهَا مَا مَنَعَكَ اَنْ تَحُجِّيْ مَعَنَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا اِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ اَبُوْ وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلٰى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فَاِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِيْ فَاِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.-

আতা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বণিত, তিনি বলেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে বললেন, "আমাদের সাথে হজ্জ করতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিল? মহিলা বলল, আমাদের পানি বহনকারী মাত্র দুটি উট ছিল। আমার ছেলের বাপ ও তাঁর ছেলে এর একটিতে চড়ে হজ্জ করেন এবং অপরটি আমাদের জন্য পানি বহনের উদ্দেশ্যে রেখে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "রমযান মাস আসলে তুমি ওমরা কর, কারণ এ মাসের ওমরা একটা হজ্জের সমান।" (মুসলিম)

মাসআলা -৪ : রোযা কিয়ামতের দিন রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِا للَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ قَالَ فَيُشْفَعَانِ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِىُّ. (صَحِيْحٌ) -

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রোযা এবং কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে : "হে আমার প্রভু! আমি তাকে দিনে তার আহার ও প্রবৃত্তি থেকে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন" এবং কুরআন বলবে "আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" (আহমদ, তাবরানী)

মাসআলা-৫ : রোযার প্রতিদান অগণিত–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةِ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلاَّ الصَّوْمُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ لِلصِّيَامِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامَ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدًا اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُؤٌ صَائِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মানব সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের প্রতিদানকে দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা ব্যতীত। কেননা, রোযা আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিফল দান করব। সে আমারই জন্য নিজ প্রবৃত্তি ও খানাপিনার জিনিস ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি বেহেশতে নিজ প্রভুর সাক্ষাত লাভের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের খুশবু অপেক্ষাও অধিক

সুগন্ধময়। রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো রোযার দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় সে যেন বলে : "আমি একজন রোযাদার।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-৬ : রোযাদারের জন্য বেহেশতে 'রায়্যান' নামে একটি বিশেষ দরজা বানানো হয়েছে।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اِنَّ فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ فِيْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لاَ يَدْخُلُهُ اِلاَّ الصَّائِمُوْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

সাহাল ইবনে সাআ'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "বেহেশতের আটটি দরজা রয়েছে। এগুলোর একটির নাম 'রায়্যান'। এ দিয়ে শুধু রোযাদারই প্রবেশ করবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-৭: রমযানের পূর্ণ মাসে প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তাআলা লোকজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اِذَا كَانَتْ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، صُفِدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ. فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتِ الْاَبْوَابُ الْجَنَّةِ. فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَنَادٰى مُنَادٍ: يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ. وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ اَقْصِرْ. وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. وَذٰلِكَ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهِ - (صَحِيْحٌ)

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযান মাসের প্রথম রাত্র থেকেই শয়তান এবং দুষ্ট জ্বিনদেরকে বন্দী করে দেয়া হয়। জাহান্নামের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। তার একটি দরজাও খোলা থাকে না। আর বেহেশতের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয়, তার একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। আর এক ঘোষণাকারী ফেরেশতা ঘোষণা দিয়ে থাকেন, "হে পুণ্য তলবকারী! অগ্রসর হও, আর হে পাপ তলবকারী! পিছে হঠ। আর রমযানের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তাআলা লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।" (ইবনে মাজাহ)

মাসআলা-৮ : প্রত্যেক দিন ইফতারের সময়ও আল্লাহ তাআলা লোকজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন ।

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ لِلّٰهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ وَذٰلِكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ. رَوَاهُ اِبْنِ مَاجِهِ. (صَحِيْحٌ) -

জাবের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক দিন ইফতারের সময় লোকজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন ।" (ইবনে মাজাহ)

মাসআলা-৯ : রমযান মাসে সিয়াম ও কিয়ামুল্লাইল আদায়কারী কেয়ামতের দিন সিদ্দীক এবং শহীদগণের সাথে থাকবে ।

عَنْ عَمْرِ وبْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيْ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُّ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ . وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَقُمْتُهُ فَمِمَّنْ أَنَا؟ قَالَ: مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَإِبْنُ مَاجِهِ وَإِبْنُ حِبَّانٍ (صَحِيْحٌ) -

আমর ইবনে মুররাহ আল জুহানী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি এ সাক্ষ্য দেই যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল, আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, যাকাত দেই এবং রমযানে রোযা রাখি ও তার রাত্রিতে তারাবীহ পড়ি, তাহলে আমি কাদের অন্তর্ভুক্ত হব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সিদ্দীক ও শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত । (ইবনে হিব্বান)

اَهْمِيَّةُ الصَّوْمِ
রোযার গুরুত্ব

মাসআলা-১০ : রমযান মোবারকের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি হতভাগ্য।

وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرُمَهَا فَقَدْ حَرُمَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلَّا كُلُّ مَحْرُوْمٍ : رَوَاهُ اِبْنُ مَاجِهِ. (حَسَنٌ)-

আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রমযান যখন এলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; "এই মাস তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এতে এমন একটি রাত্র আছে যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর চিরবঞ্চিত ও হতভাগ্য ব্যতীত অন্য কেউ এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় না।" (ইবনে মাজাহ)

মাসআলা-১১ : রমযান পেয়েও যে ব্যক্তি পাপ থেকে মুক্ত হয়ে কল্যাণ অর্জন করতে পারেনি তার জন্য ধ্বংস।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحْضِرُوا الْمِنْبَرَ فَاَحْضَرْنَا فَلَمَّا اِرْتَقٰى دَرَجَةً قَالَ (اٰمِيْنٌ) فَلَمَّا اِرْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ (اٰمِيْنٌ) فَلَمَّا اِرْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ (اٰمِيْنٌ) فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهٗ قَالَ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَرَضَ لِيْ بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْلَهٗ قُلْتُ (اٰمِيْنٌ) فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ (اٰمِيْنٌ) فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرَ عِنْدَهٗ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ (اٰمِيْنٌ). رَوَاهُ الْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ. (صَحِيْحٌ)-

কাআব' ইবনে উজরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এদেরকে বললেন, 'মিম্বরের নিকট আসো, আমরা মিম্বরের নিকট আসলাম। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম সিঁড়িতে চড়লেন বললেন, আমীন। অত:পর দ্বিতীয় সিঁড়িতে যখন চড়লেন, তখনও বললেন, আমীন। তারপর তৃতীয় সিঁড়িতে চড়ার পরও 'আমীন' বললেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নিচে অবতরণ করলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কথা শুনেছি যা এর পূর্বে কখনো শুনিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে বলল, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে রমযান মাস পেয়েও নিজের পাপ মোচন করতে পারেনি।" আমি তাঁর উত্তরে বললাম আমীন। আমি যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে চড়লাম, তখন জিবরাঈল বলল, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যার সামনে আপনার নাম উল্লেখ করা হয়, কিন্তু সে আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করল না। আমি তাঁর উত্তরে বললাম, আমীন। তারপর আমি যখন তৃতীয় সিঁড়িতে চড়লাম, জিবরাঈল বলল, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে আপন পিতা-মাতা বা তাঁদের কোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাদের খেদমত করে বেহেশত অর্জন করতে পারে নি। আমি এর উত্তরেও বললাম, আমীন। (হাকীম)

মাসআলা-১২ : রোযা তরককারীদের শিক্ষণীয় পরিণতি।

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اَتَانِيْ رَجُلَانِ فَاَخَذَا بِضَبْعِيْ فَاَتَيَابِيْ جَبَلًا وَعْرًا فَقَالَا اَصْعَدْ فَقُلْتُ اِنِّيْ لَا اُطِيْقُهُ فَقَالَا اِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ فَصَعِدْتُ حَتّٰى اِذَا كُنْتَ فِيْ سَوَاءِ الْجَبَلِ اِذَا بِاَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ قُلْتُ مَا هٰذِهِ الْاَصْوَاتُ؟ قَالُوْا هٰذَا عَوَاءُ اَهْلِ النَّارِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ فَاِذَا اَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ مُشَقَّقَةٌ اَشْدَاقِهِمْ تَسِيْلُ اَشْدَاقِهِمْ دَمًا قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ؟ قَالَ الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ. رَوَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (صَحِيْحٌ)

আবু উমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আমি নিদ্রাবস্থায় ছিলাম আমার কাছে দুইজন লোক আসল, তাঁরা আমার বাহু ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের কাছে নিয়ে আসল এবং আমাকে

বলল, এ পাহাড়ে চড়েন। আমি বললাম, আমি চড়তে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনার জন্য সহজ করে দেব। অত:পর আমি পাহাড়ে চড়লাম এবং একেবারে চূড়ায় পৌঁছে গেলাম সেখানে আমি চিৎকারের শব্দ শুনলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই চিৎকারের শব্দগুলো কী? তারা বলল, এসব জাহান্নামবাসীদের চিৎকারের শব্দ। অত:পর তারা আমাকে নিয়ে কিছু দূর সামনে অগ্রসর হলেন, তথায় আমি দেখলাম কতগুলো লোকজনকে উল্টো দিকে লটকানো হয়েছে এবং তাদের মুখমণ্ডল চিরে দেয়া হয়েছে তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? উত্তর দিলেন, এরা সে লোকজন যারা সময়ের পূর্বে রোযার ইফতার করে ফেলত। (ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান)

اَلصِّيَامُ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে রোযা

মাসআলা-১৩ : রোযা ইসলামের পাঁচ ফরজের মধ্যে এক ফরজ।

মাসআলা-১৪ : রোযা পূর্বের উম্মতের ওপরও ফরজ ছিল।

মাসাআলা-১৫ : রোযার উদ্দেশ্য হলো গুনাহ থেকে বাঁচা এবং পুণ্যের ওপর চলার শিক্ষা দেয়া।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারো।" (সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১৮৩)

মাসআলা-১৬ : প্রত্যেক মুসলমান যে রমযান মাস পায় তার ওপর পূর্ণ এক মাস রোযা পালন ফরজ।

মাসআলা-১৭ : মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে। কিন্তু রমযানের পরে ছেড়ে দেয়া রোযাগুলোর কাজা আদায় করতে হবে।

মাসআলা-১৮ : মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিকে রোযা ছেড়ে দেয়ার জন্য কোনো কাফফারা আদায় করতে হবে না।

মাসআলা-১৯ : রমযানের মাস আল্লাহ তাআলার বিশেষ ইবাদত ও প্রশংসাবাদের মাস।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

রমযান মাসই হলো সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুণ আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।"

(সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১৮৫)

মাসআলা-২০ : রমযান মাসে রাত্রে স্ত্রী সহবাস করা জায়েয।

মাসআলা-২১ : ইফতারের পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত সময়টুকু রোযা পালনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

মাসআলা-২২ : এতেকাফের সময় রাত্রে স্ত্রী সহবাস করা নিষেধ।

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۠ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۠ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

"রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি

তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অত:পর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অত:পর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশবে না। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, এমনিভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা বাঁচতে পারে।" (সূরা আল বাক্বারাঃ আয়াত-১৮৭)

رُؤْيَةُ الْهِلَالِ

চাঁদ দেখার মাসায়েল

মাসআলা-২৩ : রমযানুল মোবারকের চাঁদ দেখে রোযা শুরু করা চাই।

মাসআলা-২৪ : শাবান মাসের শেষে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা উচিত। আর যদি রমযানের শেষে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে রমযানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা চাই।

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهٗ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে রোযা রাখবে না এবং যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে রোযা খোল না, যদি চাঁদ তোমাদের কাছে গোপন থাকে তাহলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।"

(বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-২৫ : এক মুসলমানের সাক্ষীর ওপর রোযা শুরু করা যেতে পারে।

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. (صَحِيْحٌ) -

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "লোকেরা চাঁদ দেখেছে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললাম, আমিও চাঁদ দেখেছি, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও রোযা রাখলেন এবং লোকজনকেও রোযা রাখার আদেশ দিলেন।"

(আবু দাউদ)

মাসআলা-২৬ : রমযান মাসের প্রথম তারিখের চাঁদ আপাত দৃষ্টিতে ছোট-বড় হওয়াতে কোনো রকমের সন্দেহে পতিত হওয়া উচিত নয়।

عَنْ اَبِی الْبُخْتَرِیْ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ تَرَااَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ اِبْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ اِبْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِيْنَا اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ مَا فَقُلْنَا اَنَا رَاَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ اِبْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ اَیُّ لَيْلَةٍ رَاَيْتُمُوْهُ قَالَ قُلْنَا لَيْلَةٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ اِنَ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَاَيْتُمُوْهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.-

আবুল বুখারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমরা ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম, যখন 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে উপস্থিত হলাম তখন আমাবস্যার (নতুন) চাঁদ দেখতে পেলাম। এ সময় কেউ বলতে লাগলেন, এতো তিন তারিখের চাঁদ। আবার কেউ বললেন, এতো দুই তারিখের চাঁদ। তারপর আমরা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম আমরা তো চাঁদ দেখেছি। কিন্তু আমাদের কেউ কেউ বলছেন, এটি তৃতীয় রাত্রির চাঁদ। আবার কেউ কেউ বললেন, এটি দ্বিতীয় রাত্রির চাঁদ। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোনো রাত্রে চাঁদ দেখেছ? আমরা বললাম, অমুক রাত্রে। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "দেখার সুবিধার্থে আল্লাহ একে বর্ধিত করে দিয়েছেন, মূলত: এটি ঐ রাত্রিরই চাঁদ যে রাত্রে তোমরা দেখেছ।" (মুসলিম)

মাসআলা-২৭ : নতুন চাঁদ দেখলে এই দোয়া পড়া সুন্নাত।

عَنْ طَلْحَةَ بِنْ عُبَيْدِ اللهِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ اِذَا رَاَی الْهِلَالَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّیْ وَرَبُّكَ اللهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ. –(صَحِيْحٌ)

তালহা ইবনে উবায়দিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চাঁদ দেখতেন তখন এই দোয়া পড়তেন, "আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আ'লাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াসসালামাতি ওয়াল ইসলামি রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লআহু।" (তিরমিযী)

মাসআলা-২৮ : চাঁদ দেখে রোযা শুরু করা এবং চাঁদ দেখে রোযা শেষ করার ব্যাপারে উপস্থিত এলাকা বা দেশের খেয়াল করতে হবে।

মাসআলা-২৯ : রমযান মাসে একদেশ থেকে অন্য দেশে সফর করার পর যদি মুসাফিরের রোযার সংখ্যা উপস্থিত এলাকায় রমযান মাসের রোযার সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয়, তাহলে বৃদ্ধি রোযাগুলো ছেড়ে দিবে অথবা নফলের নিয়ত করে রাখবে। আর যদি সংখ্যা কম হয়, তাহলে অপূর্ণ রোযাগুলো ঈদের পর পূর্ণ করে দিবে।

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ اِلٰى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ. فَقَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ. فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَاَنَا بِالشَّامِ فَرَاَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ اٰخِرِ الشَّهْرِ فَسَاَلَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتٰى رَاَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ رَاَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَنْتَ رَاَيْتَهُ؟ قُلْتُ نَعَمْ وَرَاٰهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لٰكِنَّا رَاَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُوْمُ حَتّٰى نُكْمِلَ ثَلَاثِيْنَ اَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ اَفَلَا نَكْتَفِيْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهٖ؟ فَقَالَ لَا هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ-

কুরাইব (রহ) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল ফযল বিনতে হারিছ তাঁকে সিরিয়ায় মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকট পাঠালেন। (কুরাইব বলেন) আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম এবং তাঁর প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করে নিলাম। আমি সিরিয়া থাকা অবস্থায়ই রমযানের চাঁদ দেখা গেল। জুমার দিন সন্ধ্যায় আমি চাঁদ দেখলাম। এরপর রমযানের শেষভাগে আমি মদীনায় ফিরলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোনো দিন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, আমরা তো জুমার দিন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন এবং চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে দেখেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি দেখেছি এবং লোকেরাও দেখেছে। তারা সিয়াম পালন করেছে এবং মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও সওম পালন করেছেন। তিনি বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। আমরা সিয়াম পালন করতে থাকব, শেষ পর্যন্ত ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা চাঁদ দেখব। আমি

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peacerafiq56@yahoo.com